ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১১৩ ● কলকাতা ● ১৩ বৈশাখ, ১৪৩২ ● রবিবার ● ২৭ এপ্রিল ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

কোন্নগরের শকুন্তলা কালী পূজা উপলক্ষে ভক্তদের ঢল

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, কোন্নগর, হুগলি

শনিবার কোন্নগরের ১৩৬ বছরের প্রাচীন জাগ্রত মা শকুন্তলা কালী পূজায় কয়েক লক্ষ ভক্তদের ঢল নামে । তারা শুক্রবার সারারাত মায়ের বেদীতে জল ঢালেন। এই জল ঢালা অনুষ্ঠান চলে শনিবার দুপুর ২টো পর্যন্ত। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা এখানে আসেন মায়ের পূজা দেন। মায়ের বেদীতে জল ঢালেন, এবং যাদের মানত করা আছে তারা দন্ডী কাটেন। এই পূজা উপলক্ষে কড়া

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

পহেলগাঁও হামলায় নিহতদের পরিবারকে একাধিক সাহায্য ঘোষণা মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলা গোটা দেশের বুকে বড়সড় ক্ষত। গত মঙ্গলবার সন্ত্রাসবাদীদের গুলি ঝাঁজরা করে দিয়েছে ২৬ জনের প্রাণ। তাঁদের বেশিরভাগই সাধারণ পর্যটক। এই তালিকায় রয়েছেন বাংলার তিনজন। মানবিকতার স্বার্থে ভয়াবহ ঘটনায় স্বজনহারা পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার।

এরপর ৩ পাতায়

জল বন্ধ হতেই আসল রূপ বেরিয়ে এল পাকিস্তানের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারত সিন্ধু চুক্তি স্থগিত করার পর থেকেই বিপাকে পড়েছে পাকিস্তান। এই সিদ্ধান্ত 'অবৈধ' বলে পাকিস্তান বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করলেও নয়া দিল্লির এই পদক্ষেপে নড়েচড়ে বসেছে ইসলামাবাদ। ইতিমধ্যেই সে দেশে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকও হয়েছে এই বিষয়ে। মুখে স্বীকার না করলেও, ভারত চুক্তি স্থগিত করে দেওয়ায়,

এরপর ৩ পাতায়

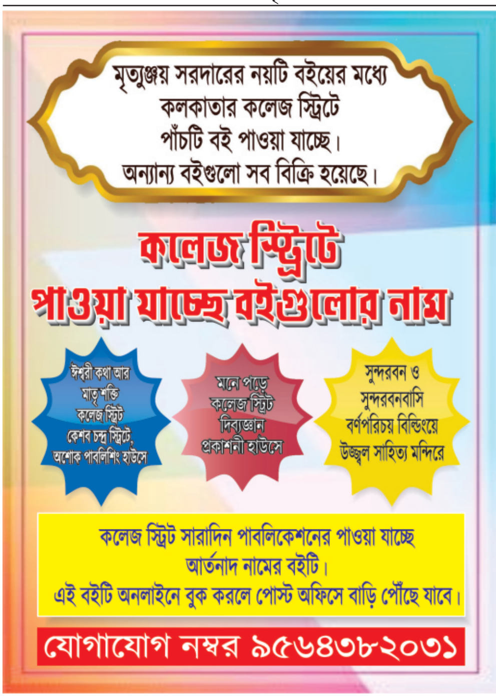

বাংলায় ঘাঁপটি মেরে থাকা পাকিস্তানিদের খোঁজে কোমর কষে ঝাঁপাল পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ঘটে গিয়েছে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা। বেছে বেছে হিন্দু ধর্মের ২৬ জন পুরুষকে খুন করেছে সন্ত্রাসবাসীরা। তারপর থেকেই কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের দেশে ফেরানোর। শুক্রবার দেশের সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে ফোন করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পাকিস্তানি নাগরিকদের ভিসা বাতিল করার নির্দেশ দেন।স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে এসসিও-কে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে, দীর্ঘকালীন ভিসায় থাকা পাকিস্তানিদের ভারতে কোনও টাস্ক দিয়ে পাঠানো হয়েছিল কিনা তা ভাল করে খতিয়ে দেখতে হবে। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানি নাগরিকরা যেখানে যেখানে রয়েছেন সেই জায়গাগুলির চিহ্নিতকরণ হয়েছে। তাঁরা যে আর এদেশে থাকতে পারবেন না তা জানিয়েছে কয়েকদিনের মধ্যেই পাঠানো হবে নোটিশ।নির্দেশ আসার পর থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি। পিছিয়ে নেই পশ্চিমবঙ্গও। এই রাজ্যে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকরা কে কোথায় রয়েছেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তথ্য জোগারের কাজ করছে সিকিউরিটি কন্ট্রোল অফিস (এসসিও)।

যাদের দীর্ঘমেয়াদি ভিসা আছে সেই সব পাকিস্তানি হিন্দুদের কিছুদিনের ছাড় দেওয়া হয়েছে। এদিকে ৬৭ জন পাকিস্তানি নাগরিক 'লং টার্ম ভিসা' নিয়ে বাংলায় রয়েছেন। তাঁদের যাবতীয় গতিবিধি ও কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। গতিবিধির উপরেও নজর রাখা হচ্ছে। এই ৬৭ জনের মধ্যে কারও পাক সেনা বা আইএসআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে কিনা তাও বিশেষভাবে জানার চেষ্টা চলছে।

পাকিস্তান থেকে ভারতে দীর্ঘমেয়াদি ভিসা নিয়ে সাধারণত মানুষ আসেন চিকিৎসা বা ভ্রমণের জন্য। তারা যে সমস্ত হোটেল বা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন, নিয়ম অনুযায়ী সেই সংক্রান্ত তথ্য পুলিশকে জানাতে হয়। সেটা হয়েছে কিনা জানার জন্য আরপিও'র (রিজিওনাল পাসপোর্ট অফিস) পক্ষ থেকে একটি তালিকা কলকাতা পুলিশের সিকিউরিটি কন্ট্রোলের কাছে পাঠানো হয়েছে। তাতে যে সব পাকিস্তানি নাগরিক ভিসা নিয়ে ভারতে এসেছেন তাঁদের পাসপোর্ট নম্বর থেকে শুরু করে অন্যান্য সব তথ্যও রয়েছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে যে কারণে ভিসা পেয়েছিলেন সেটাই তাঁরা করছেন নাকি অন্য কোনও 'বিশেষ কর্মে' লিপ্ত হয়েছেন।

চাকরিহারা অশিক্ষক কর্মীদের মাসিক আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরিহারা অশিক্ষক কর্মীদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের জন্য বিকল্প বেতনের ব্যবস্থা করল রাজ্য। যতদিন না আদালতে মামলার ফয়সালা হচ্ছে ততদিন এই বেতন মিলবে। শনিবার জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী মাস অর্থাৎ মে মাসেই সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিল করা হবে।সুপ্রিম রায়ে এসএসসির ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলে ২৫ হাজার ৭৫২ জনের চাকরি গিয়েছে। চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় চেয়ে শীর্ষ আদালতে যায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। সেই শুনানিতে আদালত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিয়োগের সময় দিয়েছেন বিচারপতি। ততদিন চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকরা চাকরি করতে পারবেন, সঙ্গে মিলবে বেতনও। কিন্তু চাকরিহারা অশিক্ষক কর্মীদের কাজে ফেরার অনুমতি দেয়নি শীর্ষ আদালত। ফলে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এবার তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে বার্তা দিলেন মমতা। মাসিক

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

কোন্নগরের শকুন্তলা কালী পূজা উপলক্ষে ভক্তদের ঢল

নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছেন পুলিশ প্রশাসন। উল্লেখ্য বহু বছর আগে ব্রিটিশ আমলে এই পূজার প্রচলন হয়। এখন যেখানে শকুন্তলা মায়ের কালীমন্দির, আগে সেখানে জঙ্গল ছিল। কথিত আছে, সেই সময় সন্ধ্যেবেলায় এক ব্রাহ্মণ সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দূর থেকে দেখতে পান এক অল্প বয়সের সুন্দরী কন্যা স্নান সেরে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তা ব্রাহ্মণ একটু কাছে যাওয়ার পর সেই কন্যা অদৃশ্য হয়ে যায়। রাতে ব্রাহ্মণ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন পায় যে স্বয়ং মা কালী তাঁকে ওই স্থানে মায়ের পূজা করার আদেশ দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণ জঙ্গল পরিষ্কার করে একটি কুঁড়েঘর তৈরি করলেন, মায়ের পূজার জন্য। সেখানে মা পুজিত হতে লাগলেন। আস্তে আস্তে মন্দির তৈরি হতে লাগলো ওইখানে উঁচু বট এবং অশ্বত্থ গাছ ছিল, যেখানে শকুন বসতো কথিত আছে, সেই থেকে মায়ের নাম হয় মা শকুন্তলা। সেই ভাবে চলে আসছে এই পুজো। লোক বসতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মন্দিরও ভালোভাবে হয়ে গেল। বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষের শেষ শনিবারে মায়ের পুজো হয়। শনিবারই মায়ের প্রতিমা মন্দিরে নিয়ে আসা হয় সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় পূজো, দুপুর থেকে ভক্তদের ঢল বাড়তে শুরু করে। সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত কয়েক লক্ষ ভক্ত মন্দিরে চলে আসেন। এই পূজার বিশেষত্ব হলো ১০০০ এর বেশি পাঠাবলি হয়। সূর্য ওঠার আগে মায়ের বিসর্জন হয়। সারা বছর মন্দিরের বেদীতে ঘট পুজো হয়। কোন্নগর মা শকুন্তলা কালী মায়ের পুজো কমিটির সম্পাদক পাঁচু গোপাল গরাং বলেন, "এখানে মায়ের পূজো বহু প্রাচীন। তাই এবার তা এবার ১৩৬ বছরে পড়ল। মায়ের সন্ধ্যা থেকে পুজো শুরু হয় সূর্য ওঠার আগে মায়ের বিসর্জন। প্রচুর ভক্তরা আসেন দূর-দূরান্ত থেকে নানা জেলা থেকেও আসে ভক্তরা। আর পূজো দেয় মায়ের বেদীতে জল ঢালেন, দণ্ডী কাটেন ।"নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মোতায়েন করা হয় প্রচুর পুলিশ। লাগানো হয়েছে একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা এছাড়াও আছে প্রচুর মহিলা পুলিশ। সামগ্রিক অনুষ্ঠানটি শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হওয়ার জন্য পুলিশের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে এখানে ১০ দিনের একটি মেলাও বসে।

(১ম পাতার পর)

পহেলগাঁও হামলায় নিহতদের পরিবারকে একাধিক সাহায্য ঘোষণা মমতার

এদিন জরুরি ভিত্তিতে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। তাঁর মাধ্যমে ফোনে বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পহেলগাঁও হামলার পরপরই তীব্র নিন্দায় গর্জে উঠেছিলেন তিনি। হামলার প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে এবার নতুন জীবন ফিরে পাওয়া মানুষজনকে নিয়ে ভাবার সময়। আর সেটাই করলেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনার দিন তিনেক পর তিনি ঘোষণা করলেন, নিহতদের পরিবারের পাশে মানবিকতার স্বার্থে সবরকম সাহায্য নিয়ে বরাবর থাকবে রাজ্য সরকার। ভয়াবহ এক অভিজ্ঞতা তো জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত চলন থামিয়ে দিতে পারে না। তাই জীবনের স্বার্থেই ফের ফিরতে হবে রোজকার ছন্দে। বিতান, সমীর, মণীশরঞ্জনের প্রিয়জনরা যাতে কোনওভাবে অসুবিধায় না পড়েন, তার দায়িত্ব নিল রাজ্য সরকার।শনিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন, নিহত তিনজনের প্রতিটি পরিবারকে এককালীন ১০ লক্ষ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হবে রাজ্যের তরফে। শুধু আর্থিক সাহায্য করেই পাশে থাকা নয়, পহেলগাঁওয়ে নিহত কলকাতার বিতান অধিকারীর মা-বাবার আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন হওয়ায় এই পরিবারকে বাড়তি সাহায্যের কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছেন, বিতানের বাবার নামে একটি পেনশন ফান্ড করে দেবে সরকার। তাতে মাসে ১০ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। এছাড়া বিতানের মায়ের নামে 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ড করে দেওয়া হবে। এছাড়া বেহালা ও পুরুলিয়ায় নিহতদের পরিবারের কেউ চাকরি চাইলে, তার ব্যবস্থা করে দেবে রাজ্য সরকার। এসবই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে।

কাশ্মীর ইস্যুতে মোদির পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি কংগ্রেসের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরের পেহেলগাঁওকাণ্ডের জেরে পাকিস্তানের সঙ্গে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে তাতে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে কার্যনির্বাহী কমিটির নেতাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। বৈঠকে কাশ্মীর ইস্যুতে কেন্দ্র

এরপর ৫ পাতায়

(১ম পাতার পর)

জল বন্ধ হতেই আসল রূপ বেরিয়ে এল পাকিস্তানের

পাকিস্তানকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বেগ পেতে হবে, তা স্পষ্ট।উল্লেখ্য, পাকিস্তানের ৮০ শতাংশ কৃষিজমিতে যে জলের জোগান যায় সিন্ধু নদী থেকে, সেই ক্ষেত্রে বিপদে পড়তে পারে পাকিস্তান। ১৯৬০ সালে স্বাক্ষরিত ওই চুক্তিতে বলা আছে, দুই দেশের মধ্যে বয়ে চলা সিন্ধুর ৬ উপনদীর জল কীভাবে ব্যবহার হবে। মোদী সরকারের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে ভুট্টো আরও বলেন, "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কেউই সিন্ধুর জল সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে ভারতকে সমর্থন করবে না।"আর এবার সরাসরি হুমকি শোনা গেল পাক নেতার গলায়।

সিন্ধু নদীর রাশ যে ভারতেরই হাতে, সে কথাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। ফলে, সিন্ধুর জল নিয়ন্ত্রণ করলে প্রভাব পড়বে পাকিস্তানের কৃষিক্ষেত্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনেও। তবে এখনও পাকিস্তান বলে চলেছে, 'সিন্ধু নদী আমাদেরই।' পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) প্রধান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি বলেন, "সিন্ধু নদী আমাদের ছিল, আমাদেরই থাকবে। হয় আমাদের জল এই নদী দিয়ে বইবে, নাহলে ওদের রক্ত বইবে।" তাঁর দাবি, সিন্ধু সভ্যতা আসলে পাকিস্তানেরই।

শুক্রবার এক জনসভা থেকে রীতিমতো হুঙ্কার দেন বিলাওয়াল। তাঁর দাবি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যদি সিন্ধু সভ্যতার বাহক বলে নিজেদের দাবি করুক না কেন, আসল সভ্যতা তো ছিল মহেঞ্জোদারোতে। তাই আমরাই এই সভ্যতার প্রকৃত বাহক।

পিপিপি প্রধানের কথায়, ভারত অবৈধভাবে সিন্ধু চুক্তি স্থগিত করেছে। এদিকে, পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ভারত বদলা নেবেই। বিশ্বের যে কোনও প্রান্ত থেকে জঙ্গিদের খুঁজে বের করে আনা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

সম্পাদকীয়

পহেলগাঁওকাণ্ডে বড় সাফল্য পুলিশের, সন্দেহভাজন খচ্চর চালক আটক

পহেলগাঁওয়ের বৈসরনে জঙ্গি হানার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে এক খচ্চর চালককে আটক করেছে পুলিশ। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক মহিলা পর্যটকের ভিডিও ফুটেজ দেখেই শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) গান্ডেরবালের গোহিপোরা রেজন থেকে খচ্চর চালক আয়াজ আহমেদকে আটক করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই ধৃতকে জেরা করতে শুরু করেছেন।পহেলগাঁওকাণ্ড নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে দেশ যখন তোলপাড় ঠিক তখনই সমাজমাধমে এক মহিলা পর্যটকের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে মহিলাকে বলতে শোনা গিয়েছে 'গত ২০ এপ্রিল বৈসরনে ঘুরতে গিয়েছিলাম। তখনই এক খচ্চর চালক আমার ধর্ম-জাত সহ আজব বিষয় নিয়ে জানতে চান। আচমকাই ওই খচ্চর চালকের মোবাইলে অন্য একজন ফোন করেন। ফোনে খচ্চর চালককে বলতে শুনি, 'প্ল্যান-এ ব্রেক ফেল, প্ল্যান বি-৩৫ বন্দুক মে ভেজা হুঁ। ঘাস মে ছুপি হ্যায়।' আমি ওই কথা শুনছি বুঝতে পেরেই স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন।' নিমিষেই ওই মহিলার ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিওতে সন্দেহভাজন খচ্চর চালকের ছবিও তুলে ধরেন ওই মহিলা পর্যটক। শোরগোল শুরু হতেই হুঁশ ফেরে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের। গান্ডেরবাল পুলিশের তরফে সন্দেহভাজন খচ্চর চালককে শনাক্ত করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহিলা পর্যটকের ভিডিওতে যে খচ্চর চালককে দেখা গিয়েছে তিনি আর কেউ নন আয়াজ আহমেদ। সোনমার্গে তুষারাবৃত এলাকাতেই খচ্চর চালকের কাজ করেন। কী কারণে হামলার দুই দিন আগে বৈসরনে গিয়েছিলেন আয়াজ কেন মহিলা পর্যটকের ধর্ম-জাত ও হিন্দুদের ধার্মিক স্থল নিয়ে প্রশ্ন করেছেন তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকরা বৈসরনের রিসর্টের জঙ্গি হানার সঙ্গে কতটা সম্পৃক্ততা রয়েছে তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

গত মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁওয়ের বৈসরনের এক রিসর্টে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ২৬ পর্যটককে নৃশংসভাবে খুন করে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার সহযোগী 'দ্য রেজিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট' (টিআরএফ)-এর সন্ত্রাসীরা। যদিও বেসরকারি মতে মৃতের সংখ্যা ২৮। ইতিমধ্যেই ঘটনায় জড়িত চার জঙ্গির ছবি প্রকাশ করার পাশাপাশি তাদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। হামলায় জড়িত জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়া ও সহযোগিতা করার জন্য কাশ্মীরের দুই জঙ্গি আদিল শেখ ও আসিফ শেখের বাড়ি বিস্ফোরণ ও বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দশম পর্ব)

করেন বলে তিনি রতি বা রমা। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলে লক্ষ্মীকে পাওয়া যায় শ্রী দেবী হিসেবে। ঋগ্বেদের শ্রী-সূক্তে শ্রী বা লক্ষ্মী দেবীর যে রূপ পাওয়া যায় তা এরকম- দেবী হিরণ্যবর্ণা বা স্বর্ণময়ী। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালা ধারণ করেছেন। তিনি ভক্তদের স্বর্ণ, গরু ও অশ্ব দান করেন। দেবীর সামনে অশ্ব, মধ্যে রথ এবং পার্শ্বে হস্তি-নাদের দ্বারা তাঁর বার্তা স্থাপিত হয় অর্থাৎ হস্তির ডাক জানিয়ে দেয় দেবীর আগমন ঘটেছে। দেবী সকলের মনোবাসনা পূরণ করেন এবং অলক্ষ্মী বিনাশ করেন। দেবী পদ্মফুলের উপর বিরাজিতা। দেবী সকলকে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

চাকরিহারা অশিক্ষক কর্মীদের মাসিক আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা

ভাতার ঘোষণা করলেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি অশিক্ষক কর্মীদের জন্যও দাখিল হবে রিভিউ পিটিশন।

এদিন নবান্ন সভাঘরে চাকরিহারা অশিক্ষক কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক ছিল মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখানেই ফোনে চাকরিহারাদের সঙ্গে কথা বলেন মমতা। জানান, চাকরিহারাদের জন্য রাজ্য সরকার ব্যথিত। আদালতের রায় অমান্য করা সম্ভব নয়। তবে কীভাবে তাঁদের সংসার চলবে, তা নিয়ে রাজ্য সরকারও চিন্তিত। তাই তাঁদের জন্য বিকল্প বেতনের প্রস্তাব দেন মমতা। চাকরিহারা গ্রুপ কর্মীদের মাসিক ২৫ হাজার এবংগ্রুপ ডি চাকরিহারাদের জন্য ২০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য করবে রাজ্য সরকারের শ্রমদপ্তর। এর সঙ্গে শিক্ষাদপ্তরকে যুক্ত করছে না রাজ্য।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, “রাজ্য সরকার ডানলপের বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার শ্রমিকদের মাসিক ১০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য করে। তেমনই গ্রুপ সি ও গ্রু ডি-র চাকরিহারাদের আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। ওঁরা রাজি থাকলে এই টাকা দেওয়া হবে। যতদিন না আদালতে মামলার নিষ্পত্তি হয়।”

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মাদুরাই এর নিকটে কুচানুর-এর শনি মন্দির। শনিদেব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা যতই ভয়ভীতিমিশ্রিত হোক না কেন, মৎস্য পুরাণ কিন্তু শনিদেবকে লোকহিতকর গ্রহের তালিকাতেই ফেলেছে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় শনিদেবের পূজার্চনা করার বিধান আছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

খাল কেটে কুমির আনছে পাকিস্তান?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

খাল কেটে কুমির আনছে পাকিস্তান?

পহেলগাঁও আবহে প্রায় সাড়ে পাঁচ দশক পুরনো শিমলা চুক্তি বাতিল করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে পাকিস্তান। পাক সরকারের তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ভারতের সঙ্গে শিমলা চুক্তি-সহ সমস্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্থগিত রাখার অধিকার রয়েছে তাদের। ভারত পাকিস্তানের অন্দরে সন্ত্রাসকে উস্কানি দেওয়া, আন্তর্জাতিক হত্যাকাণ্ড এবং আন্তর্জাতিক আইন ভাঙা বন্ধ না করা পর্যন্ত এই চুক্তি স্থগিত রাখা হতে পারে।' প্রশ্ন হল, এই শিমলা চুক্তি বাতিল করলে আদৌ লাভবান হবে পাকিস্তান?ওয়াকিবহাল মহলের মতে, পাকিস্তান শিমলা চুক্তি প্রত্যাহার করলে শেষমেশ লাভ হতে পারে ভারতেরই। বস্তুত কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার দীর্ঘদিন ধরেই হুঙ্কার দিয়ে আসছে, পাকিস্তানের দখলে থাকা কাশ্মীরের অংশ অর্থাৎ PoK ছিনিয়ে নেবে ভারত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, যোগী আদিত্যনাথের মতো শীর্ষ বিজেপি নেতারা হুঙ্কার দিলেও এখনও অধিকৃত কাশ্মীর পুনর্দখলে কার্যকরী পদক্ষেপ করতে পারেনি সরকার। সেটার মূল কারণই হল এই শিমলা চুক্তি। এই চুক্তিতেই বলা হয়েছে, নিয়ন্ত্রণরেখাকে দুই দেশ সম্মান করবে, এবং বলপ্রয়োগ করে সেটা লঙ্ঘন করার চেষ্টা করবে না। এই পরিস্থিতিতে অধিকৃত কাশ্মীরে আক্রমণ করলে কূটনৈতিক মহলে চাপে পড়তে হত ভারতকে। এখন পাকিস্তান যদি নিজেই শিমলা চুক্তি বাতিল করে দেয়, তাহলে সেটার দায় আর ভারতের উপর বর্তাবে না। সেক্ষেত্রে ভারত অধিকৃত কাশ্মীর দখলের লক্ষ্যে সেনা পাঠালে কিছু বলার থাকবে না আন্তর্জাতিক মহলের। অন্তত চুক্তিভঙ্গের দায় বর্তাবে না ভারতের উপর।

নিতান্ত যদি PoK দখল উদ্দেশ্য নাও হয়, শিমলা চুক্তি না থাকলে ভারতীয় সেনা অবাধে পাকিস্তানের বা অধিকৃত কাশ্মীরের মাটিতে ঢুকে জঙ্গি নিকেশ করতে পারবে। সেক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘনের দায় বর্তাবে না দিল্লির উপর।

এই চুক্তি বাতিলের আরও একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। দুদেশের মধ্যে এই চুক্তি না থাকার অর্থ, কাশ্মীর ইস্যু আন্তর্জাতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে। সেক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তান ছাড়াও তৃতীয় শক্তি সরাসরি কাশ্মীর ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করবে। তাতে দক্ষিণ এশিয়াকে কেন্দ্র করে গোটা বিশ্বে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে।নাকি এই

এরপর ৬ পাতায়

(৩ পাতার পর)

কাশ্মীর ইস্যুতে মোদির পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি কংগ্রেসের

সরকারকে পূর্ণ সমর্থন করার কথা সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি।

পরে সাংবাদিকদের ব্রিফ করার সময় কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গে বলেছেন, তিনি বুধবার রাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাকে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

বিরোধী দলীয় এই নেতা বলেছেন, এটা দলীয় রাজনীতি করার সময় নয়। এখন সম্মিলিত সংকল্পের সময়, যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার সময়।

তিনি যোগ করেন, এই মুহূর্তে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা সবাই সরকারে সঙ্গে একজোট।

মল্লিকার্জুন বলেন, তার দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সরকার যেন হামলায় জড়িতদের গ্রেফতার করতে সমস্ত শক্তি কাজে লাগায়।

বৈঠক শেষে নিহতের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন কংগ্রেসের নেতারা।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে মার্কিন দ্বন্দ্বের মধ্যে ইরানে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, মৃত ৪, জখম ৫০০

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ইরানের বন্দরনগরী 'বন্দর আব্বাসে' ভয়াবহ বিস্ফোরণ। আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। জখম হয়েছেন কমপক্ষে ৫০০ জন। এদের মধ্যে অনেকেই গুরুতর আহত। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তাঁরা। আমেরিকার সঙ্গে ইরানের পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যেই বিস্ফোরণে প্রশ্ন উঠছে।আমেরিকার শর্ত অনুযায়ী পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষর না করলে ইরানে নজিরবিহীন বোমাবর্ষণ হবে, মাস খানেক আগে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপর এদিন বন্দর আব্বাসে বিস্ফোরণ। উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন, “শহিদ রাজাই বন্দরে সংরক্ষিত বেশ কয়েকটি জ্বালানি তেলের কন্টেনারে বিস্ফোরণ হয়। ৫০০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে একাধিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিস্ফোরণের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।যদিও আমেরিকার ‘বন্ধু’ ইজরায়েলের সেনা ঘোষণা দিয়েছে, এই বিস্ফোরণের সঙ্গে তারা যুক্ত নয়।

রাজধানী তেহরান থেকে হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বন্দরটি। ইরানের শুল্ক দপ্তর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শনিবার (জ্বালানি তেলের) কন্টেনার ইয়ার্ডে বিস্ফোরণের ঘটেছে। উল্লেখ্য, বন্দর আব্বাস ইরানের সবচেয়ে আধুনিক সামুদ্রিক বন্দর। ইরানের অর্থনীতির জন্য বন্দরটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকেই পৃথিবীর মোট উৎপাদিত জ্বালানি তেলের পাঁচ ভাগের এক ভাগ পরিবহণ হয়ে থাকে। পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে দ্বন্দ্বের মধ্যে এই বন্দরে বিস্ফোরণে নানা মহলে প্রশ্ন উঠছে।

(৫ পাতার পর)

খাল কেটে কুমির আনছে পাকিস্তান?

চুক্তি বাতিল করলে সেটা ইসলামাবাদের জন্য খাল কেটে কুমির ডাকার শামিল হবে? সেটা বুঝতে হলে আগে জানতে হবে শিমলা চুক্তি কী?

শিমলা চুক্তি কী?

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিরাট সাফল্যের পরের বছর, ১৯৭২ সালের ২ জুলাই বর্তমান পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর সঙ্গে শিমলায় একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক মেরামত করে সীমান্তে শান্তি বজায় রাখাই ছিল এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। যার নির্যাস, “এই চুক্তির মাধ্যমে সীমান্ত সংঘাতে ইতি টেনে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক মেরামত করার স্বার্থে বন্ধুত্বপূর্ণ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা। এবং এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি স্থাপনে দু'দেশের সহযোগিতা।" নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি স্থাপনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এই চুক্তির। দক্ষিণের মানাওয়ার থেকে উত্তরের কেরান পর্যন্ত সবটাই এই চুক্তির আওতায়। এছাড়া হিমবাহ আচ্ছাদিত এলাকাও এর মধ্যেই পড়ে।

শিমলা চুক্তির মূল শর্ত কী?

চুক্তি অনুযায়ী দু'দেশের সীমান্ত এলাকা থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়া হবে। শান্তি বিঘ্নিত করতে কোনও তরফে কোনও উসকানি দেওয়া যাবে না। শান্তি বজায়ে পারস্পরিক সমন্বয় রাখতে হবে। চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার সময় কাশ্মীরে যে দেশ যে অবস্থানে রয়েছে, উভয় পক্ষই সেই অবস্থান মেনে চলবে। পারস্পরিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও কোনও পক্ষ একতরফাভাবে এর পরিবর্তন চাইবে না। এই রেখা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে হুমকি বা বলপ্রয়োগ থেকে উভয় পক্ষ বিরত থাকবে।

শিমলা চুক্তি অমান্য করলে কী হতে পারে?

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে অস্থায়ী সীমানা অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণরেখা, সেটার স্বীকৃতির মূল ভিত্তিই হল এই শিমলা চুক্তি। দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত চুক্তিও শিমলাতেই লিপিবদ্ধ হয়। বস্তুত শিমলা চুক্তিতে ভারত-পাক যুদ্ধবিরতি রেখাকে নিয়ন্ত্রণরেখা হিসেবে চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছে। পাকিস্তান যদি শিমলা চুক্তি স্থগিত করে, তবে এই নিয়ন্ত্রণরেখার বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যাবে। বস্তুত এই চুক্তি বাতিল করার অর্থ দু'দেশের মধ্যে কার্যত যুদ্ধ পরিস্থিতি। তাছাড়া দ্বিপাক্ষিক শিমলা চুক্তিতে বলা আছে, দু'দেশের মধ্যে কোনওরকম সমস্যা তৈরি হলে সেটা মিটিয়ে নেবে দুই দেশই। এই শর্তের বলে কাশ্মীর ইস্যুতে তৃতীয় শক্তির হস্তক্ষেপ এড়ানো যায়। ফলে এই চুক্তি বাতিল করে দিলে কাশ্মীর ইস্যুতে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের রাস্তা খুলে যেতে

সিনেমার খবর

cinema TV

রণবীরকে বিয়ে না করার অন্যতম কারণ জানালেন ক্যাটরিনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

তারকাদের সম্পর্ক নিয়ে ভক্ত-অনুরাগী থেকে শুরু করে নেটিজেনরা বেশ আলোচনা-সমালোচনা করে থাকেন। এদিকে দীর্ঘ পাঁচ বছর সম্পর্কে ছিলেন রণবীর কাপুর ও ক্যাটরিনা কাইফ। তবে বিচ্ছেদ বেশ তিক্ততাই ছিল। তবে ক্যাটরিনা নাকি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, রণবীর তাকে আসলে ভালোবাসেন না।

ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, কিছু ক্ষেত্রে প্রাক্তন প্রেমিককে ভয়ও পেতেন অভিনেত্রী। সাক্ষাৎকারে ক্যাটরিনা জানিয়েছিলেন, ঠিক কোন বিষয়টিকে ভয় পেতেন তিনি। তিনি জানিয়েছিলেন, বিয়ের মণ্ডপে কনের বেশে পৌঁছে যাওয়ার পরেও তার মনে প্রশ্ন থেকে যেত, 'আদৌ কি রণবীর তাকে ভালোবাসেন?'

ক্যাটরিনা বলেছিলেন, 'আমার একটা বিষয় নিয়ে খুব ভয় ছিল। আমি ভাবতাম, এমন যদি হয়, আমি বিয়ের মণ্ডপে বরমালা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। কিন্তু বুঝতে পারছি ও (রণবীর) আমাকে ভালোবাসে না।'

রণবীর নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই ভাবে নিশ্চিত ছিলেন না। ক্যাটরিনার কথায়, 'ও নিজের মনকেই ভালো করে চেনে না হয়তো। তাহলে প্রতিশ্রুতি কীভাবে দেবে? একদিন আমার হৃদয় ঠিক ভেঙে যাবে, এই ভাবনার ভয় আমার উপর জেঁকে বসেছিল।'

ক্যাটরিনা জানিয়েছিলেন, তিনি রণবীরের পরিবারের ঘনিষ্ঠ হতে চান। কিন্তু হয়ে উঠতে পারেননি। অভিনেত্রী বলেন, 'আমি রণবীরের পরিবারের খুব কাছের নই। তবে আমি হতে চাই। ওদের সঙ্গে আমি বেশি করে মিশতে চাই। বিয়ে করার অন্যতম কারণ হলো পরিবার। আমি খুবই প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ। আমি যা চাই, তা যদি আমাকে আমার সঙ্গী দেয়, তাহলে আমি সেরা প্রেমিকা হয়ে উঠতে পারি।'

কেন রণবীরকে প্রেমিক হিসেবে চাননি আনুশকা?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

২০১০ সালের ব্যান্ড বাজা বারাত দিয়ে রণবীর সিং-এর বলিউড যাত্রা শুরু হয়েছিল। আনুশকা শর্মার সঙ্গে সেই ছবিতে তাদের জুটি দর্শকমনে দারুণ ছাপ ফেলেছিল। সেই সময় থেকেই দুজনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে বলিপাড়ায় শুরু হয় নানা গুঞ্জন। কিন্তু ২০১১ সালে এক সাক্ষাৎকারে আনুশকা সোজাসাপ্টা জানিয়ে দেন, 'রণবীর আমার প্রেমিক হতে পারবে না!'

সেই সাক্ষাৎকারে আনুশকা বলেন, 'রণবীর খুবই পরিশ্রমী, দারুণ ছেলে। কিন্তু ও নিজের জগতে একেবারে মগ্ন। সারাক্ষণ স্রেফ নিজেকে নিয়েই থাকে। আর সেটাই হওয়া উচিত, কারণ ও ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন এসেছে। কিন্তু প্রেমিক হিসেবে আমি এমন কাউকে চাই, যে দেখা করার পর প্রথম থেকে শুধু নিজের গল্প বলেই যাবে না, আমার দিনটা কেমন গেল সেটাও জানতে চাইবে— আর রণবীর সেটা করে না। তাই ওকে ডেট করা সম্ভব নয়।"

রণবীর নিজেও মজা করে বলেছিলেন, আনুশকা নাকি নিজের প্রেমিককে 'খুন' করে দেবে! উত্তরে আনুশকা হেসে বলেছিলেন, "হয়তো ঠিকই বলেছে!"

'ব্যান্ড বাজা বারাত'-এ শ্রুতি কক্কর আর বিট্টু শর্মার সম্পর্কের গল্প বলেছিলেন পরিচালক মানীশ শর্মা। বক্স অফিসে ছবিটি দারুণ সাফল্য পায়। এই জুটিকে ফের দেখা যায় 'লেডিজ ভার্সেস রিকি বহেল' ছবিতে।

তারপরেই কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায় দু'জনের মধ্যে। এর বেশ কয়েক বছর পর 'দিল ধাড়াকনে দো' ছবিতে আবার একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল আনুশকা ও রণবীরকে।

বর্তমানে দু'জনেই নিজেদের জীবনে সুখী। আনুশকা বিয়ে করেছেন ক্রিকেটার বিরাট কোহলিকে, তাদের দুটি সন্তান— ভামিকা ও আকায়। অন্যদিকে, রণবীরের ঘর বাঁধেন দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে। ২০২৪ সালে তাদের কন্যা সন্তান 'দুয়া'র জন্ম হয়েছে।

'বমি করেছিলাম', ধর্ষণের দৃশ্যে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে দিয়া মির্জা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

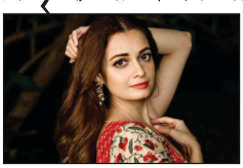

২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ওয়েব সিরিজ 'কাফির'-এ এক নিরীহ পাকিস্তানি নারীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দিয়া মির্জা। চলচ্চিত্রের একটা অংশে ওই নারী ভুলবশত পার হয়ে আসেন পাকিস্তান-ভারত সীমান্ত, এরপর তাঁকে জঙ্গি সন্দেহে ভারতে আটক করা হয়। জানা গেছে, সিরিজটি এবার চলচ্চিত্ররূপে মুক্তি পাচ্ছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে দিয়া মির্জা সিরিজের ধর্ষণের একটি দৃশ্য নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

দিয়া বলেন, "মনে আছে ধর্ষণের দৃশ্য ধারণের কথা। খুবই কঠিন ছিল এমন দৃশ্যে অভিনয় করা। দৃশ্যটি শেষ হওয়ার পর আমার সারা শরীর কাঁপছিল, বমি করেছিলাম। শারীরিক এবং মানসিকভাবে সেই দৃশ্য ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক।"

এই ছবির বেশিরভাগ দৃশ্যের ধারণ করা হয় হিমাচল প্রদেশে। দিয়ার ভাষ্য, "আমরা ৩৬০ পৃষ্ঠার চিত্রনাট্যর কাজ শেষ করেছি মাত্র ৪৫ দিনে। তাই প্রতিদিন ১৫-১৮ মিনিটের বিরতি মিলত মাত্র। পুরো শুটিং কঠিন ছিল, কিন্তু এই ধরনের গল্প সচরাচর বলা হয় না বলেই আমাদের কাছে এটি একটি জয়।"

দিয়া আরও জানান, ছবির দৃশ্যগুলো এতটাই বাস্তব ছিল যে, নিজেকে বারবার ধর্ষিতার জায়গায় কল্পনা করে নিতে হয়েছিল, যার প্রভাব পড়েছিল মনেও।

এক বিদেশিতেই বাজিমাত, সুপার কাপের শেষ চারে মোহনবাগান!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলিঙ্গতে বাজিমাত সবুজ-মেরুনের। কেরালা ব্লাস্টার্সকে ২-১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে মোহনবাগান। শনিবার কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে সুপার কাপের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ও কেরালা ব্লাস্টার্স। এই ম্যাচে এক বিদেশি নিয়ে মাঠে নামে বাস্তব রায়ের দল। ম্যাচের শুরু থেকেই কেরালার উপর চাপ বাড়ায় সবুজ-মেরুন। ম্যাচের ২২ মিনিটের মাথায় সাহাল আব্দুল সামাদের গোলে এগিয়ে যায় দল। এর পরে সেই গোল শোধের জন্য ঘনঘন আক্রমণে ওঠে ব্লাস্টার্স। এই ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের মরোক্কান স্ট্রাইকার নোয়াই ছিলেন চ্যালেঞ্জ। তিনি একাধিক সুযোগ তৈরি করার পরেও গোল তুলে আনতে ব্যর্থ হয় দল।

গত ম্যাচে লাল-হলুদের বিপক্ষে এই তারকা উইঙ্গার অনবদ্য ফুটবল খেলেছিলেন। তবে বাগানের রক্ষণের কাছে পুরোপুরি বোতলবন্দি ছিলেন নোয়া। প্রথমার্ধে একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট করে কেরালা ব্লাস্টার্স। মোহনবাগানও প্রতি আক্রমণে গিয়ে গোলসংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা চালায়। ম্যাচের ৪৫ মিনিটের মাথায় বাগানের তারকা উইঙ্গার আশিক কুরুনিয়ান হলুদ কার্ড দেখেন। প্রথমার্ধে আর কোনও গোল আসেনি ম্যাচে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আক্রমণের তেজ বাড়াতে কেরালা ব্লাস্টার্স বিদেশি স্ট্রাইকার পেপরাহকে মাঠে আনে। তবে সবুজ-মেরুন দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতেই আবারও কাশ্মীরী তারকা স্ট্রাইকার সুহেল ভাটের গোলে এগিয়ে যায়। এরপরে কেরলের উপর আরও চাপ বাড়তে থাকে। তার মধ্যে দলের প্লে-মেকার লুনা গত ম্যাচে চোটের কারণে এই ম্যাচে খেলতে পারেননি। ৯৪ মিনিটের মাথায় পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা কেরালা ব্লাস্টার্সের শ্রী কুট্টান একটি গোল শোধ করেন। তাও ম্যাচ জেতার জন্য যথেষ্ট ছিল না। এই ম্যাচ জিতে সুপার কাপের সেমিফাইনালে সবুজ-মেরুন। সুপার কাপ জয় থেকে দু'ধাপ দূরে বাগান। এই ট্রফি জিতলে এক মরসুমে সব ক'টা ট্রফি জয়ের নতুন রেকর্ড করে ফেলবে সবুজ-মেরুন।

আবারও চোটে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়লেন নেইমার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভিলা বেলমিরো স্টেডিয়ামে নিজের ১০০তম ম্যাচ উদযাপনের জন্য বিশেষ ১০০ নম্বর জার্সি পরে মাঠে নেমেছিলেন নেইমার। কিন্তু তার উদযাপনের আনন্দ কিছুক্ষণ পরই বিষাদে রূপে নেয়। বাঁ পায়ের উরুতে চোট পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়েন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা।

বুধবার রাতে ব্রাজিলের ঘরোয়া ফুটবলের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা ব্রাজিলিয়ান সিরিআতে খেলতে নেমেছিলেন নেইমার। ম্যাচে নেইমারের সান্তোষের প্রতিপক্ষ ছিল আতলেতিকো-মিনেইরো।

ম্যাচের ৩৪তম মিনিটে চোট পেয়ে উঠে যান নেইমার। চোট এতটাই তীব্র ছিল যে, মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন ব্রাজিলিয়ান তারকা। নেইমার বেঞ্চে ফেরার আগেই ২-০ তে এগিয়ে গিয়েছিল সান্তোস। শেষ পর্যন্ত সেটি লিড ধরে রাখতে সক্ষম হয় ক্লাবটি।

এদিন ম্যাচ শুরুর সময়ই দেখা যায়, নেইমারের দুই পা-ই ব্যান্ডেজে মোড়ানো। পরে ম্যাচ খুব বেশি সময় না যেতেই বাঁ উরুতে অস্বস্তি প্রকাশ করতে শুরু করেন তিনি।

সান্তোস যখন দ্বিতীয় গোল করে লিড বাড়ায়, ঠিক তারপরই নেইমার সাইডলাইনে ইশারা করে বদলির অনুরোধ জানান। এরপর মাঠেই বসে পড়েন এবং মাঠ ছাড়ার জন্য তাকে অন্যের সহায়তা নিতে হয়।

পিচ থেকে উঠে যাওয়ার সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন নেইমার। তাকে সান্তোসের ও প্রতিপক্ষ আতলেতিকো-মিনেইরোর খেলোয়াড়রা সান্ত্বনা দেন। যাদের মধ্যে ছিলেন তার সাবেক ব্রাজিল জাতীয় দলের সতীর্থ হাল্কও। বেঞ্চে ফেরার পরপরই ইনজুরির জায়গায় বরফের প্যাক লাগিয়ে চিকিৎসা শুরু করা হয়।

একই স্থানে আগে ক্যাম্পেওনাতো পাওলিস্তা ম্যাচে চোট পেয়ে ছয় সপ্তাহ মাঠের বাইরে ছিলেন নেইমার। গত রবিবার ফ্লুমিনেন্সের বিপক্ষে বদলি হিসেবে মাঠে নামার মাধ্যমে ইনজুরি থেকে ফিরেছিলেন ৩৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড।

এই বাঁ উরুর চোটের কারণেই গত মাসে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচে খেলতে পারেননি নেইমার।

২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ব্রাজিল জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন তিনি। তখনই বাঁ হাঁটুতে এসিএল ও মিনিসকাস ছিঁড়ে যায় তার।

চোট থেকে সেরে উঠার পর জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডোতে সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল হিলাল ছেড়ে শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফিরে আসেন নেইমার। মার্চ মাসে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দলে নামও আসে তার। তবে খেলা হয়নি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR